সংবাদ

তারিখ 8 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় নিয়ম ভঙ্গ

আধা কিলোমিটার দূরত্বে দুই কলেজ অনুমোদন

প্রতিনিধি, পিরোজপুর

নিয়ম ভেঙে মাত্র আধা কিলোমিটারের ব্যবধানে দুটি কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রণালয়। ফলে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার কয়েকশ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন যেমন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে, তেমনি সেখানের তুষখালী মাঠে বড় ধরনের গোলযোগের আশঙ্কা প্রকট হচ্ছে।

বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এবং সর্বোচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছেন পিরোজপুর-৩ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ডা. আনোয়ার হোসেন। একই বিষয়ের উদ্ধৃতি টেনে সমাজকল্যাণমন্ত্রী সংসদ সদস্য এনামুল হক মোস্তফা শহীদও চিঠি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীকে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সূত্রপাত ২০০৯ সালের ২৩ জুন। মঠবাড়িয়ার তুষখালী এলাকায় একটি কলেজ স্থাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেন সেখানকার এমপি ডা. আনোয়ার হোসেন। তুষখালী কলেজ নামে এই মহাবিদ্যালয়টি স্থাপনের অনুমতি চান তিনি। চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের একটি পরিদর্শক দল কলেজটি পরিদর্শন এবং সেখানে তা স্থাপনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেয়। প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ৪ জানুয়ারি শর্তসাপেক্ষে তুষখালী কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি দেয় মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। একই সাথে নির্মিত হয় কলেজ ভবনসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু। অবকাঠামো পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেন মঠবাড়িয়ার উপজেলা প্রকৌশলী। শিক্ষা বোর্ডের একটি প্রতিনিধি দলও পরিদর্শন করেন ভবন। ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন জানানো হয় শিক্ষা বোর্ডের কাছে।

কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দেয় কয়েকশ শিক্ষার্থী। দেন-দরবার চলতে চলতে পেরিয়ে যায় উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময়। ৩০ জুন ছিল এই ভর্তির সর্বশেষ সময়সীমা। বর্তমানে অবশ্য জরিমানা দিয়ে ভর্তি হতে পারবে শিক্ষার্থীরা। তারও সময় শেষ হয়ে যাবে আগামী ১৫ জুলাই। অথচ এখনও শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি পায়নি কলেজটি। সহজেই বলে আসে যে প্রস্তাবিত তুষখালী কলেজের মাত্র আধা কিলোমিটারের মধ্যে আরও একটি কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

চলতি বছরের ২৮ মে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নাসিরউন নাহার বেগম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে জানানো হয়, অনুমতি প্রদানসংক্রান্ত কমিটির সভায় নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাজি হোসেন আলী মহাবিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ দানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কমিটি গঠনের লক্ষ্যে হোসেন আলী কলেজ কর্তৃপক্ষ পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক বরাবরে চিঠি দিয়ে প্রতিনিধি চাইলে শুরু হয় গোলমাল।

১২ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে দেয়া এক চিঠিতে জেলা প্রশাসক অনল চন্দ্র দাস জানান, প্রস্তাবিত নতুন কলেজটি পূর্ববর্তী তুষখালী কলেজ থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরে। অথচ নিয়মানুযায়ী মফস্বল এলাকায় নতুন কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে আশপাশে কমপক্ষে ৬ কিলোমিটারের মধ্যে কলেজ না থাকা এবং প্রতিষ্ঠান এলাকায় কমপক্ষে ৭৫ হাজার লোকের আবাসস্থল থাকার বিধান রয়েছে। প্রস্তাবিত হোসেন আলী কলেজের কোনো নিজস্ব জমি নেই। এর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তুষখালী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায়।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বিমল কৃষ্ণ মজুমদার বলেন, সেখানে কলেজ স্থাপন নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাসহ অনেক কিছুই হয়েছে। বর্তমানে আমরা একটি বিবেচিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। মন্ত্রণালয় থেকে যে নির্দেশনা আসবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।